Interview details

Interview with Dolly Akter

Interviewed by Mahde Hasan

ডলি - দাদা এবং দাদিদের কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি – আমার দাদার বাবা যিনি ছিলেন উনি হচ্ছেন বিহারের। উনি বিহার থেকে যখন কলকাতায় শিফট হন তখন হচ্ছে উনি অনেক ইয়াং। যখন উনি কলকাতায় শিফট হন, কলকাতায় শিফট হওয়ার পর ওনাকে... মানে আমার দাদার মার সাথে দেখা হয় এবং ওখানে ওনাদের বিয়ে হয়। বিয়ে হওয়ার পর কয়েক বছর পর যখন হয়েছে তাদের ছেলে সন্তান হয় মানে আমার বড় দাদা হন, তারপর হচ্ছে আমার দাদা, তারপর হচ্ছে আর তিন বোন, ওনারা সবাই পাঁচজন, মোট পাঁচজন হওয়ার পরে দেখা যায় যে, মুসলিম এবং হিন্দু নিয়ে, কলকাতায় মুসলিম এবং হিন্দু নিয়ে একটা মানে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তো ওনারা হচ্ছে কোনোমতেই হচ্ছে কলকাতায় মুসলিমদেরকে থাকতে দেবে না। তো যার ফলে হচ্ছে আমার দাদার বাবা তার সব পাঁচজন সন্তানকে নিয়ে এই পূর্ব পাকিস্তানে শিফট হয়। এবং এখানে যখন তারা আসেন ঠিক তেমনি হচ্ছে এখানে মোহাম্মদপুর বসবাস করেন এবং অনেক বছর। সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত হচ্ছে আমরা বাংলাদেশেই আছি। এবং তখন আমার দাদা হচ্ছেন খুব ছোট। প্রায় উনি যখন এখানে আসেন তখন হচ্ছে বারো-তেরো বছর ওনার হবে। তো দাদা বলেছেন যে ওনারা আগে মোহাম্মদপুর থাকতেন। মোহাম্মদপুর থাকার পর হচ্ছে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, যুদ্ধের ইয়া... যুদ্ধের আগে, দুই তিন বছর আগে ওনার হচ্ছে আমার দাদির সাথে... আমার দাদি হচ্ছে সাভার থেকে, ওনার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সাভার, তো উনি সাভার থেকে আমার দাদিরে পছন্দ হয় এবং তারপর তার সাথে বিয়ে হয়। এবং হচ্ছে আমার দাদার যত ভাইবোন আছে তারা সবাই হচ্ছে বাংলাদেশের মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু শুধুমাত্র আমার বড় দাদা মানে আমার দাদার বড় ভাই উনি হচ্ছে কলকাতার এক মেয়েকে বিয়ে করে।

যখন কলকাতা ঘুরতে যান তখন ওখান থেকে একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন এবং ওখান থেকে ওনারা হচ্ছে বাংলাদেশে শিফট হয়ে যায়। তারপর আমার দাদির সাথে বিয়ে হওয়ার পর আমার দাদি হচ্ছে মোহাম্মদপুর চলে আসেন। মোহাম্মদপুর ওনারা থাকা শুরু করেন কিন্তু যখন হচ্ছে উনিশশো... মানে যুদ্ধ শুরু হয়, উনিশশো একাত্তর সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, সেই যুদ্ধের টাইমে... তখন বিহারি একটা সেফ জোনে রাখার জন্য একটা ব্যবস্থা করে যে এরা হচ্ছে এখানে থাকবে। তো তখন হচ্ছে আমার দাদারা হচ্ছে মোহাম্মদপুরের কোন এক ক্যাম্পে ছিল, ঐ ক্যাম্পের নাম আমার মনে নাই। তো ঐ ক্যাম্পে তারা সেফ জোনে ছিল এবং যুদ্ধর শেষে তাদেরকে হচ্ছে মিরপুর শিফট করা হয়। মিরপুরে যে একটি বিহারি গোষ্ঠী আছে ঐ গোষ্ঠীর এরিয়া, এরিয়া ভাগ করে দেওয়া হয় যে এ এরিয়াটুকুতে হচ্ছে বিহারিরা থাকতে পারবে। তখন হচ্ছে আমার দাদা ... ওখানে বাড়ি, জায়গা পান, প্রায় হচ্ছে তিন চার কাঠার মতো জায়গা পান এবং হচ্ছে ওখানে বাড়ি তুলে থাকা শুরু করেন। যখন হচ্ছে আমার বাবার উনিশ বছর হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমার বাবা নারায়ণগঞ্জে হচ্ছে এক মহিলা মানে নারায়ণগঞ্জে আমার এক ফুফি থাকেন, আমি জানি না উনি কেমন ফুফি, কিন্তু দূর সম্পর্কের ফুফি, দাদা বলেছেন এটা তোমার ফুফি, ততক্ষণ থেকে ওনাকে চিনি। তো ওখানে হচ্ছে আমার দাদা যখন যায়, যাওয়া আসা শুরু করে ওখানে হচ্ছে আমার মার সাথে দাদার দেখা হয়। তো আমার মা খুব ছোট, তেরো বছর হবে আমার মার, তখন হচ্ছে আমার দাদা আমার মাকে পছন্দ করে এবং তার বড় ছেলের পুত্রবধূ হিসেবে... মানে বলে যে ওটা আমার পুত্রবধূ হবে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমার মা নারায়ণগঞ্জ থেকে, নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া। তো ওখানে হচ্ছে আমার দাদা হচ্ছে ফিক্সড করে ফেলে বিয়ে হবে। তো এই যে দেখা যায় যে উনারা হচ্ছে বিহারি একটা গোষ্ঠী কিন্তু তারপরও হচ্ছে বাংলাদেশে থাকাকালীন হচ্ছে বাঙালি গোষ্ঠী... বাঙালি গোষ্ঠীর মেয়ের সাথে বিয়ে হচ্ছে এবং দেখা গেছে যে আমার দাদার বাবা উনি হচ্ছেন কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করেন। আমার দাদা হচ্ছে সাভারের মেয়েকে বিয়ে করেন এবং হচ্ছে আমার বাবা উনি হচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের

মেয়েকে বিয়ে করেন। তো বিয়ে করার পর যখন হচ্ছে আমরা মুড়াপাড়া থাকি, মিরপুর বারোতে মুরাপাড়া একটা গোষ্ঠী একটা এরিয়া আছে যেখানে ওটা মুরাপাড়া ক্যাম্প বলা হয়। তারপর হচ্ছে আপনার কালশির এখানে যেটা সেটা হচ্ছে কুর্মিটোলা ক্যাম্প বলা হয়। তারপর বারো নাম্বার ঐপাশে একটা আসে সেটা হচ্ছে কালাপানি ক্যাম্প বলা হয়। এরকম এরিয়া ভাগ করা যে একেকটা ক্যাম্প হচ্ছে বিলং করা। তো যখন আমার বাবা হচ্ছে, আমার বাবা বেসিক্যালি মুরাপাড়ার, তো মুরাপাড়া থাকেন তো হঠাৎ করে হচ্ছে কিছু বাঙালি গোষ্ঠী বলা যেতে পারে তখন হচ্ছে আপনার আওয়ামিলিগের একটাই ছিল তো ওনারা হচ্ছে সেই দায়িত্ব পালন করতেন বলা যেতে পারে যে, আমরা বলি না যে বড় মাথা, এরকম একটা শব্দ আছে যে বড় মাথা বলা যেতে পারে, তো ঐ এরিয়ার হচ্ছে বড় মাথা কিছু ছিলেন, তো তারা হচ্ছেন আমার দাদার জায়গাটুকু, একদম মেইন রাস্তার পাশেই ছিল, যেটার দাম অনেক বেশি হতে পারত। এখন সেটার দাম কত, বারো থেকে পনেরো লাখ টাকা সেই বাড়িটার দাম। তো এখন দাদা হচ্ছেন দাদাকে হচ্ছে আমার বড় বাবা মানে আমার বাবা সহ ওনারা হচ্ছে পাঁচ ভাই এবং হচ্ছে দুই বোন এবং মোটমাট ওনারা নয়জন ছিলেন। তো ওখান থেকে মারা যান কয়েকজন এবং হচ্ছে এখন হচ্ছে ওনারা পাঁচজন দুইজন - সাতজন। এই সাতজনের মধ্যে থেকে আমার বাবা, আমার বাবা হচ্ছে সবার বড়, আমার বাবাকে নিয়ে যায়, ওনাকে ধরে এবং হচ্ছে আমার ছোট ফুপিকে নিয়ে যায়। আমার ছোট ফুপি তখন হচ্ছে তিন বছরের, নিয়ে যায় ওনাকে, নিয়ে গিয়ে হচ্ছে গান হচ্ছে মাথার ভেতর ধরে রাখে আর বলে যে এই টোটাল জমিজমা হচ্ছে আমাদের নামে করে দিবা আর নইলে হচ্ছে তারা তাদেরকে দুইজনকে আমরা ছাড়ব না। তো দাদা ভয়ে কি করেন যেসব মানে ওনাদের যা ছিল ওনারা সব হচ্ছে তাদের নামে করে দেন এবং তারা হচ্ছে কুর্মিটুলা ক্যাম্পে এখন আমরা যেখানে থাকি কালশি ওখানে হচ্ছে আমার দাদাদেরকে দুইটা রুম কিনে দেয়। জাস্ট রুম। যে এই দুইটা রুম হচ্ছে তোমাদের। অত টাকার জমিজমা নিয়ে তাদেরকে জাস্ট দুইটা রুম ধরায়া দেয়। তখন দাদা কিছুই বলে না। কারণ তখন হয়তো বা দাদা হচ্ছেন অতটুকু শক্তি

বা পাওয়ার ওনার ছিল না যে উনি ওনাদের সাথে যুদ্ধ করবেন বা লড়বেন। তো দাদা হচ্ছে তখন শিফট হয়ে যায়। শিফট হওয়ার পর ওখানে হচ্ছে আমার মা আমার দাদা ওরা সবাই থাকা শুরু করে। তখন থেকে এ পর্যন্ত। কিন্তু যুদ্ধের কথা দাদার মুখে যতটুকু শুনেছি ওনারা হচ্ছেন বাংলাদেশে বলা হয় রাজাকার কিন্তু ওনারা ওরকম কোন কিছুই না। কারণ ওনারা দেখা গেছে যে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে, পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র এই কারণে শিফট হইছিলেন কারণ হচ্ছে ওখানে ধর্ম নিয়ে একটা তোলপাড় চলছিল এবং বাংলাদেশও যখন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কথা ছিল তখন হচ্ছে ওনারা জাস্ট নিজের দেশটাকেই ভালোবেসেছেন। কিন্তু বলা যেতে পারবে না যে আমি এই দেশ করি, আমি অন্য দেশ করি। তো দাদার কাছে যখন ছোটবেলায় গল্প শুনতাম দাদা বলতেন যে, হয়তো বা অনেকে মনে করে যে বিহারিরা হচ্ছে রাজাকার ছিল। তারপর হচ্ছে তারা হচ্ছে বাঙালিদের নির্যাতন করেছে, এই করেছে ... কিন্তু আমার দাদা যখন মোহাম্মদপুরে থাকেন তখন ওনাদের কাছে, ওনাদের আন্ডারে কিছু বাঙালি ছিল, ওনারা চাইলে তাদের ধরায়ে দিতে পারতেন, যারা মিলিটারি ছিলেন, তো তারা কি করেছেন দাদা হচ্ছে নিজের বাসায় আশ্রয় দিয়েছে এবং বলেছে এটা আমার ভাই, এটা আমার বোন, বিহারি পরিচয় দিয়েছেন যে, আমরা হচ্ছি বিহারি বিলং করি, এরা হচ্ছে এটা। তো দাদা বলতেন যে, দেশ মানে কোথায় কোন নাম হয়েছে সেটা ফ্যাক্ট না। সেটা হচ্ছে আমি কোন দেশে থাকছি সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। তো যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন হচ্ছে দাদারা শিফট হইতে পারে না, তারা বাংলাদেশেই থেকে যান। কারণ ঐ কালে যখন... এখন যে পাকিস্তান আছে পশ্চিম পাকিস্তান যেটাকে ই করে, আর এটা তো পূর্ব ছিল, তো ওখানে হচ্ছে কিছু বাঙালি চলে যায়। তা ঐ বাঙালিগুলো আর বাংলাদেশে আসতে পারে না। আর বাংলাদেশে যে বিহারিগুলা থাকে সেগুলো হচ্ছে আর ইয়াতে যাইতে পারে না। তখন হচ্ছে আমাদের বিহারিদের যে কয়েকজন বড় মাথা আছেন তারা হচ্ছে সে দায়িত্বটা নেয়। তারা কি করেন - সেটা হচ্ছে একটা এরিয়া বেস করে এবং এ এরিয়া বেস করে বাংলাদেশের সরকারের সাথে কথা বলে এবং

এদের যা যা দরকার সেটা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একটা ডিল হয় যে, আপনারা হচ্ছে আমাদের এ কয়টা মানুষকে রাখবেন এবং আমরা হচ্ছে আপনাদের এতগুলো বাঙালিকে পাকিস্তানে জায়গা দেব। আমরা হচ্ছে তাদেরকে পাঠাচ্ছি না এবং আপনারা তাদের ওপর কোন ধরনের অত্যাচার করবেন না, আমরা হচ্ছে আপনাদের বাঙালির ওপর কোন ধরনের অত্যাচার করব না। এ রকম একটা সমঝোতায় আসে। যখন হচ্ছে বাবা কুর্মিটুলায় থাকেন, সরি যখন বাবা মুরগা পাড়ায় থাকেন, তখন বাবার বয়স যখন উনিশ তো মা'র সাথে তখন ওনার বিয়ে হয়। আমার মায়ের বলা যেতে পারে-আমার মায়ের বাল্যবিবাহ হয়েছে। কারণ পনেরো বছরে তো একটা মেয়ে স্বাবলম্বি না। তো বিয়ে হয়। বিয়ের...অনেক বছরের মধ্যে, মানে দুই তিন বছরের মধ্যে তাদের একটা কার্ড করা হয়, লাল কার্ড, বলা যেতে পারে রেশন কার্ড যেটা। তারা হচ্ছে ঐ রেশন কার্ডের মাধ্যমে গম, তারপর হচ্ছে আটা, চাল এগুলা হচ্ছে অন্য দেশ থেকে পেত এবং কুরবানির টাইমে হচ্ছে আমরা যেটারে বলি দুম্বা, ঐ দুম্বার মাংস হচ্ছে বাংলাদেশে ট্রান্সফার হইত এবং ঐ কার্ড দেখে দেখে সবাইকে দিয়ে দিত। তো ঐ কার্ডটা হয় এখন যখন বাংলাদেশ সরকার কালশি রোডটা করে। কালশি রোডের টাইমে অনেক বাড়ি মানে প্রায় বলা যেতে পারে অনেক বিশ হাজারেরও বেশি মানুষের ঘর ভাঙ্গা পড়ে ঐ রাস্তাটার জন্য। তো যখন গভর্ণমেন্টের সাথে যখন হচ্ছে বিহারিদের বড় মাথারা আছে কথা বলে, এসপিজিআরসি বলা যেতে পারে যে এসপিজিআরসি'র যে মানুষগুলি আছেন তারা হচ্ছে আমাদের বিহারিদের মেইন, তো ওনারা হচ্ছেন ইন টোটাল কথা বার্তা বলেন এবং বলার পর গভর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্ত নেয় যে ঠিক আছে, আমরা তাদের ঘর যেহেতু ভাঙছি আমাদের দেশকে উন্নত করার জন্য, তাহলে হচ্ছে যাদের লাল কার্ড থাকবে তাদের হচ্ছে আমরা বাসা দিব। মানে যাদের যাদের লাল কার্ড আছে তারা হচ্ছে বাসা পাবে আর যাদের নেই তারা পাবে না। তো যাদের চার রুম ধরেন চার রুম যাদের ছিল, যাদের ছেলে-মেয়ে সহ চার রুম ছিল তো তাদেরকে হচ্ছে তিনরুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং তারা কি করে কুর্মিটুলার ঐ অপজিটে সাগুফতার দিকে যে রাস্তাটা গেছে তার

ডান দিকে একদম কোয়র্টার সিস্টেম, আমরা কোয়ার্টার সিস্টেম যেমন দেখি ঐ ভাবে বাড়ি করে দেয় এবং হচ্ছে বলে যে, এখন হচ্ছে তোমরা এখানে থাকতে পারো। ইন টোটাল তারা হচ্ছে ওখানে চলে যায়, শিফট হয়ে যায় এবং তখন ওটা নতুন নাম দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে নতুন ক্যাম্প বলে। পুরাতন ক্যাম্প ভেঙ্গে নতুন ক্যাম্প হইসে, ঐটার নাম হচ্ছে নতুন ক্যাম্প। তো গভর্ণমেন্ট এখনও যদি হচ্ছে আমাদের, আমরা যে জায়গাটায় আছি-কুর্মিটুলা ক্যাম্পে, আমাদের সবাইকে চাইলেও আমাদের যাদের লালকার্ড আছে শো অফ করতে পারবে তাদেরকে হচ্ছে গভর্ণমেন্ট জায়গার ব্যবস্থা করে দেবে, থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। অন্যথায় যাদের হচ্ছে নাই, তাদের হাজার ঘর ভেঙ্গে গেলেও গভর্ণমেন্ট কিছু করবে না। এটা হচ্ছে আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন ২০০৭-এ, তো বাবা থেকে শুনেছি যে, ওনাদের একটা তাঁত সিস্টেম আছে। তাঁত সমিতি যেটাকে বলা হয়, তাঁতিদের সমিতি যেটা। আর আমাদের বিহারিরা যারা আছেন বেশির ভাগ হচ্ছে তাঁত বিলং করেন, মানে হচ্ছে তাদের হচ্ছে সবার তাঁতের কারখানা আছে। তো এখন এই তাঁত সমিতি যখন করা হয় তখন ওদের জিজ্ঞেস করে যে... একটা সমিতি করা হয়, যেমন দু'হাজার করে তিন হাজার করে আমি টাকা দিচ্ছি এই টাকাটা অনুযায়ী আমার জায়গা রাখা হবে। বাংলাদেশের মধ্যে জায়গা রাখা হবে যে কোথায় কে কত কাঠা করে পাচ্ছে। তো এখন ঐ সমিতির মধ্যে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষ আছে, যে সমিতিগুলো চালাচ্ছে এবং ঐ সমিতির মধ্যে অবশ্যই তাঁতের... যাদের তাঁতের ব্যবসা আছে তারা তাঁতের ব্যবসাটা থাকতে পারবে। এখন বাবার, আমাদের হচ্ছে তাঁতের চারটা কারখানা ছিল, তো চারটা কারখানা বলতে চারটা শাড়ি বুনে এমন ই ছিল, তো ওখান থেকে বাবা হচ্ছে আড়াই কাঠা জমির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন, তো ওটা সাক্সেসও হয়। এখন হওয়ার পর হচ্ছে গভর্ণমেন্টের সাথে ঠিক করে ঐ টাকা হচ্ছে তারা কিস্তি মতো দিবে এবং এই কিস্তি মতো দেওয়ার পর তারা যখন হচ্ছে শহীদ হয়ে যাবে তখন তারা এই টাকাগুলি পাবে। এইভাবে হচ্ছে আমাদের এখানে যে বিহারিরা আছে তাদের জীবন-যাপন চলছে অ্যান্ড আমাদেরটাও।

মেহেদী - আচ্ছা। তো আপনি বলছিলেন যে আপনার দাদার কথা, কলকাতায় যখন আসলেন, উনি তো বিহার থেকে এসছিলেন, উনি তো উর্দুভাষী ছিলেন। তো কলকাতায় আসার পর ঐখানে উনি বিয়েও করেন, এই সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? আর কি উনি কলকাতায় আসলেন, নতুন একটা কালচার ঐটার সঙ্গে কিভাবে হচ্ছে উনি... ওনার সম্পর্ক তৈরি হল, আপনি কি কোন গল্প শুনেছেন? ঐটা একটু বলেন আমাদের।

ডলি - আমার দাদার বাবা যিনি ছিলেন ওনার লাভ ম্যারেজ হয়েছে। তো উনি... আমার দাদার বাবা যিনি, ওনার ঘোরার খুব ইচ্ছা ছিল। তো উনি হচ্ছেন বিহার থেকে দিল্লী, তারপর হচ্ছে... ঐখানকার জায়গাগুলো ঘুরতেন। কারণ হচ্ছে উনি ইমপোর্ট-ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করতেন তো। এখানকার জিনিস এখানে, এখানকার জিনিস ওখানে ওরকম করতেন। তো... ঐ দাদা ঘুরতেন। হঠাৎ করে উনি কলকাতায় যখন আসেন তখন হচ্ছে মে বি পূজার টাইম ছিল। এখন কোন্ পূজার টাইম ছিল আমি জানি না। কিন্তু দাদা বলেছেন যে ...আমার বাবার থেকে শুনেছি যে তখন পূজার টাইম ছিল। তো পূজার টাইমে হচ্ছে মেয়েরা তো খুব সুন্দর করে শাড়ি-টাড়ি পরে, ই করে। ওখানে মুসলিম যারা ছিলেন তো আমার বড় মা যিনি, মানে আমার দাদার মা... তো উনি হচ্ছেন... ওনার ফ্রেন্ডরা যারা ছিলেন তাদের হচ্ছে বেশির ভাগই হিন্দু ছিল। তো তাদের সাথে হচ্ছে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তো ঐ টাইমে হচ্ছে মেলার মধ্যে দাদার সাথে ওনার ফার্স্ট... মানে আমার বড় বাবার সাথে ওনার ফার্স্ট দেখা হয় অ্যান্ড এই দেখার পরই হচ্ছে ভালো লাগে। উনি হচ্ছে আর কলকাতা ছাড়েন না। আর আমার বড় বাবা যিনি ছিলেন ওনার হচ্ছে কোনো বোন ছিল না, আর কোনো ভাইও ছিল না। উনি ওনার বাবা-মায়ের একজনই ছিলেন। তো তখন হচ্ছে ওনার পছন্দ মতে উনি হচ্ছে কলকাতায় চলে আসেন এবং তার বাবারা যারা বিহারে ছিলেন তাদেরকে হচ্ছে বলে যে আমার একটা মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তো এখন আমি ওকে বিয়ে করব। উনি বিহারি ছিলেন, বিহারি ভাষা বলতেন। তো কলকাতার তো তখন হচ্ছে

টোটাল যে বাংলা কথা বলত তা না, ওরাও হচ্ছে বিহারি কথা বলত মাঝে মধ্যে। তো ওরা হচ্ছে ঐ আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ হচ্ছে শুরু হয়। আমি এতটুকুই জানি। আর তারপর হচ্ছে, এই তো বিয়ে হয়, দেন হচ্ছে যখন তোলপাড় শুরু হয় তখন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান চলে আসে।

মেহেদী - আচ্ছা যখন হচ্ছে ঐ রায়ট বা তোলপাড় শুরু হয় তখন হচ্ছে আপনার দাদার বয়স কত ছিল?

ডলি - আমার দাদা যখন বাংলাদেশে আসে তখন হচ্ছে বারো থেকে তেরো বছর হবে।

মেহেদী - আচ্ছা উনি কি রায়ট সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে কিছু বলেছেন? আর কি ওনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি ?

ডলি - দাদার থেকে যতটুকু শুনেছি দাদাদের বলে হচ্ছে লুকায়ে রাখতেন। হচ্ছে... যেমন হচ্ছে খাট আছে, খাটের নিচে ই করে রাখতেন যখন হচ্ছে অন্য কেউ ওদের খুঁজতে আসত, ই করতে আসত। আর তখন বলে হচ্ছে বড় বড় দা নিয়ে তারা ঘুরতেন। মানে যারা হিন্দু তারা হচ্ছে বড় বড় দা নিয়ে ঘুরতেন। কেন? সেটা হচ্ছে মুসলিমকে তারা রাখবেন না। তারা যদি দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তো চলে গেলোই। আর যদি না যায় তাহলে হচ্ছে তাদেরকে কেটে ফেলে দেওয়া হবে, এরকম সিস্টেমে। তো কোন এক রাতে হচ্ছে আমার বড় বাবা হচ্ছেন শিফট হন অ্যান্ড বড় বাবা হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন মারা যান।

মেহেদী - যখন দাদা আসলেন এ পাশে, উনি যেহেতু খুব কম বয়সী একটা মানুষ, তো উনি কিভাবে ওনার এখানে জীবনযাত্রাটা শুরু করলেন আসলে? বিয়ে অব্দি, বিয়ে পর্যন্ত কিভাবে উনি স্ট্রাগলটা করলেন? ... নতুন দেশ...

ডলি - দাদা তো এখানে আসেন হচ্ছে বারো তেরো বছরে। তো উনি এসেই এখানকার মোহাম্মদপুরে থাকতেন। তো হঠাৎ করে হচ্ছে মানে... উনি ওখানে পড়ালেখা করতেন, কিন্তু যখন পূর্ব পাকিস্তান চলে আসেন ওনার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায় এবং পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দাদা হচ্ছেন উনার বাবার মত একটু ঘুরাফেরা পছন্দ করতেন, তো উনি হচ্ছে ইমপোর্ট-ট্রান্সপোর্টের... মানে বাবার সাথে বাবা যে রকম কাজ করতেন উনি অলওয়েজ হচ্ছে বাবার সাথে থাকতেন। আর বাবার সঙ্গে যখন থাকতেন তখন হচ্ছে বাবা কোথায় যাচ্ছেন না যাচ্ছেন, কি কি করতেসেন, উনি টোটালটাই হচ্ছে ওনার সাথে শেখে এবং এইভাবে হচ্ছে ওনার লাইফ স্টাইল শুরু হয়। মাঝে মধ্যে হচ্ছে ওনারা হচ্ছে বিহার যেতেন। এখান থেকে বিহার যেতেন। এনিহাউ বিহার যেতেন। তো ওখান থেকে আবার চলে আসতেন। তারপরে যখন আমার দাদার হচ্ছে আঠারো বছর তখন তো হচ্ছে... দাদার থেকে শুনেছি উনি হচ্ছে প্লেন, মানে যে প্লেন চলাচল হয়, ওখানে হচ্ছে একটা সার্ভিসে জব করতেন। ওখানে নিয়েছিল ওখানে। ওনার হাইট, তারপর ওনার ই দেখে, ই স্মার্টনেস দেখে ওনাকে পছন্দ করেছিল। তো ওনার ওখানে জব হয় এবং প্লেনে যে জবটা হয় সেখানে হচ্ছে তিন বছর কাজ করেন এবং তিন বছর কাজ করার পর ওনার আর ওটা পছন্দ হয় না। উনি ভেবে নিলেন যে - আমি এটা আর করব না। তারপর হচ্ছে উনি আবার বাসায় চলে আসেন। তো বাসায় চলে আসার পর উনি কি করলেন, উনি হচ্ছে বাংলাদেশে যে আলাদা আলাদা জায়গাগুলো আছে উনি সেগুলি ঘোরা শুরু করলেন। এখন ঘোরা শুরু করলেন, পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন, তো ঘোরা শুরু করলেন, এখন ঘুরতে ঘুরতে উনি হচ্ছে একটা কাজে... ওনার বাবা হয়ত বা সাভারের কোন এক জায়গায় কিছু মাল ট্রান্সফার করতে বলেছিলেন... তো উনি যখন ওখানে যায়, তখন আমার দাদির সাথে ওনার দেখা হয়ে যায়। উনি বারো তেরো বছর থেকে জাস্ট একুশ বছর পর্যন্ত উনি খেলাধূলা করতেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর সবচেয়ে বেশি টাইম স্পেন্ড করেছে তার বাবার সাথে। তার বাবা মারা যায় যখন উনিশ বছরে, তখন হচ্ছে উনি ইয়েতে ... প্লেনে জব করার সিদ্ধান্ত নেয় আর ওনার বড় ভাই যিনি, মানে আমার

বড় দাদা, আমার বড় দাদা হচ্ছেন তখনকার হচ্ছে মানে আই.এ. পাস। মানে উনি পড়াশুনা করেছেন। যতকিছু হয়েছে উনি পড়াশুনা করেছেন। আর আমার দাদা কি করেছেন, তার সংসারটাকে দেখেছেন। পড়াশুনা বাদ হচ্ছে বাবার সাথে তার সংসার কিভাবে চলবে, আয়ের জায়গাটা দেখেছেন।

মেহেদী - ওনারা তো বিহারে দেখা করতে যেতেন, মাঝে মধ্যে বিহারে যেতেন আপনার দাদা। তো ঐখানে কেউ কি ছিলেন? আর কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন বিহারে?

ডলি - মানে আমার বড় বাবা মানে আমার দাদার বাবা, তো উনি তো বিহার থেকে ওনার ইম্পোর্ট-ট্রান্সপোর্টের ব্যবসাটা হইত। উনি বিহার থেকে সব জিনিস সব জায়গায় সাপ্লাই করতেন। তো ওনার যে ক্রেতারা-বিক্রেতারা আছে তাদের থেকে মাল কিনতেন, অ্যান্ড দেন হচ্ছে ট্রান্সফার করতেন-এ রকম। আর শুনেছি যে বড় বাবা যিনি ছিলেন, ওনার একজন খালাত বোন ছিল, উনি হচ্ছে বিহারে থাকতেন, অন্য কেউ না। আর আমার দাদার এক বোন আছে যিনি হচ্ছে দেশভাগের টাইমে উনাদের থেকে একটু আলাদা হয়ে যায়। আলাদা বলতে যখন পূর্ব পাকিস্তান হয় তখন হচ্ছে উনি হারায়ে যান এবং হচ্ছে হারায়ে যাওয়ার পর যখন হচ্ছে বর্ডার ক্রস হয়, তখন উনি পশ্চিম পাশে চলে যান আর ওনারা পূর্ব পাশে থেকে যায় এবং কলকাতায়... মানে বানারাস যেটাকে বলে দাদার হচ্ছে কেমন বোন যারা বিহারে থাকতেন তারা হচ্ছে বানারাস ট্রান্সফার হইসে। উনার সম্পর্কের কেমন ফুফাত ... সরি খালাত বোন হয়, ঐ খালাত বোনরা হচ্ছে বানারাসে থাকতেন। তো এখনও হচ্ছে উনি আছেন। বাট আমাদের সাথে কখনও দেখা হয় নাই। আমার ফুপি একজন হচ্ছে মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে আসেন এবং চলে যান। আর পশ্চিম পাকিস্তানে যে আমার দাদি আছেন ঐ দাদি হচ্ছেন... ওনাদের সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ হয় না। কিন্তু যোগাযোগ হয় শুধুমাত্র আমার ছোট দাদি যিনি আছেন, মানে আমার দাদার বোন, তার সাথে।

মেহেদী - ছোট দাদি কোথায় থাকেন ?

ডলি - ছোট দাদি এখন বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ থাকেন। গ্যান্ডারিয়া যেটা।

মেহেদী - তো আপনার দাদা... আপনি তো সাত বছর বয়স পর্যন্ত দাদাকে দেখেছেন। তো একাত্তর সালে ওনারা তো প্রথমে এখানে আসলেন পূর্ব পাকিস্তানে, এরপর ওনাদের অভিজ্ঞতাটা কেমন হল। যখন এই যে যুদ্ধের ব্যপারটা বা ভাষা আন্দোলনের সময়ও তো ওনারা এখানে ছিলেন বায়ান্নোতে, ঐ সময়কালটা যদি আমাদেরকে একটু বলেন। একাত্তর সালে ওনাদের অভিজ্ঞতা, আর কি ওনারা এখানে কিভাবে তখন এটাকে ফেস করছিলেন, এই সময়টাকে? আপনার বাবাও ছিলেন তখন।

ডলি - একাত্তুরে যখন হচ্ছে যুদ্ধ হয় তখন হচ্ছে আমার বাবার দেড় বছর। তো দাদির মুখে শুনেছি যখন যুদ্ধ হয় তখন খুব কষ্ট করে। আমার দাদি বাঙালি আর আমার দাদা বিহারি। এখন প্রবলেম হয়ে গেল না? যুদ্ধ তো হচ্ছে, এখন ওনারা তো কোন পক্ষেই না। কারণ হচ্ছে যে, ওনারা দেশে থাকেন। এক তো হচ্ছে ওনারা কলকাতা থেকে শিফট হইসেন। তারপর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে থাকছেন, তখন হচ্ছে... বাঙালি মেয়েকে আমি বিয়ে করলাম, এখন হচ্ছে যুদ্ধ, যুদ্ধ কাদের নিয়ে, বিহারি এবং বাঙালিদের নিয়ে। কিন্তু ওনাদের বাসায় তো দু'জন বিলং করতেসে। তো ওনাদের সবচেয়ে কষ্ট হইত কখন সেটা হচ্ছে আমার দাদিকে খুব কষ্ট করে বিহারি কথা শিখতে হইসে। আর বায়ান্নোতে যখন মানে ভাষা আন্দোলন হয় তখন হচ্ছে আমার দাদা তার সন্তানদেরকে বাঁচানোর জন্য আপনার হচ্ছে ওনাদেরকে বাঙালি কথা শেখায় এবং তার মা যে বাঙালি ছিলেন, আমার দাদার মা তো কলকাতার বাঙালি ছিলেন, তো তার কাছ থেকে খুব কষ্ট করে বাঙালি কথাটা শেখে। আদারওয়াইজ তারা তো সবসময় বিহারি কথা বলতেন। বাসায় হোক, বাহিরে হোক, যে এরিয়াটাতে তারা থাকতেন সব সময় হচ্ছে বিহারি কথা বলতেন। তো এখন... ঐ যে মিলিটারিরা

আসত তখন হচ্ছে হিন্দি কথা বলতেন যে - আমার স্ত্রী এটা, আমরা তো বিহারি। দ্যাটস ইট। কিন্তু যখন হচ্ছে বাঙালিরা হচ্ছে তাদের ওপরে অ্যাটাক করার প্ল্যান ছিল তখন তো হচ্ছে বাসার ভেতরে ঢুকেই করত। তখন হচ্ছে আমার দাদি দাঁড়ায়ে বলতেন যে আমরা বাঙালি। তো এইভাবে হচ্ছে আমার বাবাকে হচ্ছে ওনারা যুদ্ধের সময় বাঁচায়ে রাখসে। ওনারা বলসেন যে, যদি আমরা ঐ কাজটা না করতাম তাহলে হচ্ছে দেখা যেত যে আজ আমরা কেউই বেঁচে থাকতে পারতাম না। কারণ ওনাদের বলে দুই থেকে তিনবার অ্যাটাক হইসে। কিন্তু যখনি মিলিটারিরা ওনাদের জিজ্ঞেস করসে তখনি আমার দাদা দাঁড়ায়া বলসে যে, আমরা তো বিহারি, বিহারি বিলং করি। কিন্তু যখনি বাঙালিরা অ্যাটাক করত তখন হচ্ছে আমার দাদি দাঁড়ায়ে বলত আমরা তো বাঙালি, আমাদেরকে কেন অ্যাটাক করবে। তো এই কনফিউসনে হচ্ছে কেউই হচ্ছে তাদেরকে কিছু করতে পারে নাই। তো হিসটোরি হচ্ছে এতটুকুই শুনেছি। আর খুব মজার ব্যাপার, আমি খুব হাসতাম দাদার কথা শুনে। আমি দাদাকে বলতাম - তুমি তো সুবিধা পার্টি। বলত – ক্যান? বলতাম - এই যে বিহারিরা আসলে বলত আমি বিহারি আর বাঙালিরা আসলে বলত আমি বাঙালি। তো এটা সুবিধা পার্টি না! পরে আমরা বলতাম - দাদা আমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমরা তাইলে কি বলব? বলবা আমরা তো ঘটিবাটি। বলি – মানে? কয় - এই যে বিহারি কথা জানো, বাঙালি কথাও জানো এবং তোমার বড় মা যারা তারা হচ্ছে কলকাতা থেকে, তাহলে? এবং হচ্ছে আমার বাবা হচ্ছেন এক সময় কলকাতার নাগরিক হয়ে যান। মানে যখন বিহার থেকে ট্রান্সফার হয় ওদের তো একটা কার্ড থাকত ঐ কার্ড অনুযায়ী দাদার হচ্ছে, মানে আমার বড় বাবার হচ্ছে মূল ঠিকানা আমরা যেটাকে বলি, যে স্থায়ী ঠিকানা কোনটা তখন হচ্ছে উনি স্থায়ী ঠিকানা কলকাতা বিলং করে এবং এখনও আমাদের রেশন কার্ডে কিন্তু কলকাতা লেখা আসে। তা আমাদেরকে এখন জিজ্ঞেস করে যে - তোমরা এখন ইন্ডিয়া বিলং কর? বলি - হ্যাঁ করি। কিন্তু ইন্ডিয়া বিলং করলে ওটা কোথায়? তো ওটা হচ্ছে কলকাতা এবং যদি ন্যাশনালিটির জায়গা থেকে চিন্তা করি, আমার বাবা বাংলাদেশে জন্ম, মানে পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম হওয়া স্বত্ত্বেও

তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। আমার মা অ্যাকচ্যুয়ালি বাংলাদেশের নাগরিক। আর আমি তো আছিই।

মেহেদী - আমরা তো এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম। আবার ঐ গল্পের জায়গাটায় আসব। তার আগে একটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে, এই যে বর্ডারটা হল তৎকালীন সময়ে বা এখনও বর্ডার আছে, আমরা দেখতে পাই বর্ডার আছে। বর্ডারের বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন? ঐ সময়ে কিভাবে দেখেন, ঐ সময়ে যে বর্ডারটা হয়েছিল সেটা আসলে কেমন? আর কি এই যে, পূর্ব পাকিস্তান করা হল, ভারত করা হল - এটাকে কিভাবে দেখেন আপনি?

ডলি - অ্যাকচ্যুয়ালি আগে যেটা করা হইসে যে, আমাদের বাংলাদেশটা তো পূর্ব পাকিস্তান ছিল আর ঐ পাশটা পশ্চিম পাকিস্তান ছিল। তো পশ্চিম পাকিস্তানের যারা গভর্ণমেন্ট ছিলেন তারা কিছুতেই স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন না যে বাংলাদেশ বলে একটা দেশ হবে। ওনারা চাচ্ছিলেন যে, না ওটা আমাদের আন্ডারেই থাকবে। এবং...

মেহেদী - না, আমি জানতে চাচ্ছি যে, ফোর্টি সেভেনে যে ভাগটা হল আর কি। বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসব আমরা। তখন আপনার দাদাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা হল সে সময়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন আসলে? যেমন আপনাকে এখন বলা হল যে, আপনি এখন আর এখানকার নাগরিক না বা আপনি ঐ পাশে চলে যান। আর কি আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হবে ওনাদের কি রকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল বা আপনি কিভাবে মনে করেন, সেটাকে দেখেন কিভাবে আপনি ?

ডলি - আচ্ছা সেটা হচ্ছে, এই যে দেশভাগ হচ্ছে বা বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে, তখনকার সময় কেউ এপার থেকে ওপারে যেতে পারবে না, আবার হচ্ছে ওপার থেকে এপাশে আসতে পারবে না। দাদাদের ক্ষেত্রে আমি যতটা শুনেছি, দাদা বলতেন যে - মুসলিম হওয়ার কারণে হচ্ছে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে আসা হইল। তো এটা একটা কষ্ট না ! নিজের দেশকে

ছেড়ে আমি অন্য দেশে চলে গেলাম। অন্য এক জায়গা, যেখানে নতুন সবকিছু। তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। এটা আসলে আমার মতে হচ্ছে মোটেও উচিৎ না। কারণ আমি যে ধর্মই পালন করি না কেন আমি যে দেশের নাগরিক সে দেশের টোটালটা আমাকে দেখতে হবে। তো দাদা বলতেন, মানে দাদার মুখে যতটুকু শুনেছি, আমি যতটুকু অনুভব করি, এই যে বর্ডার দেওয়া, এরা হচ্ছে আলাদা ওরা হচ্ছে আলাদা, এটা মোটেও উচিৎ না।

মেহেদী - আচ্ছা। আর এখন বর্ডার আপনার কাছে কি মনে হয়? এখনও তো বর্ডার আছে। আপনার হয়ত বিহারে আত্মীয় আছে, পাকিস্তানে আছে। এই বর্ডারটাকে আপনি এখন কিভাবে দেখেন, এই সময়ে?

ডলি - সেটা হচ্ছে যে, আমরা বিভিন্নভাবে পত্রিকা থেকে শুনি, টিভিতে দেখি যে বর্ডারে হচ্ছে কয়েকজন ধরা পড়েছে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে। তো এখন একটু ভালো হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো চোরা ভাবে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে নিজের দেশের সম্পদগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্য দেশের মালামাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা কষ্ট আছে যে, তাদের সাথে দেখা করতে গেলে আমরা যারা গরীব ফ্যামিলিতে বিলং করি, মধ্য ফ্যামিলি যারা তাদের কাছে এত টাকা হয় না যে তারা হচ্ছে তাদের কাজিনদের সাথে তাদের আত্মীয়দের সাথে এত টাকা খরচ করে দেখা করতে যাবে। আমি ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের বাইরে গেলেও কিন্তু সাথে দেখা করার সুযোগটুকু হয় নাই। কারণ হচ্ছে আমি জানিই না তারা কোথায় থাকেন। তো এক তরফ থেকে এটা ভালো আবার এক তরফ থেকে এটা খারাপ।

মেহেদী - তো এই যে আপনি যে জানেন না কে কোথায় আছে, আর কি এটা কি জানতে ইচ্ছা করে যে আমার যারা রিলেটিভ তাদের সাথে দেখা করার কি কোন ইচ্ছা হয়?

ডলি - অবশ্যই। যেহেতু আমার রিলেটিভ অতএব রিলেটিভের সাথে তো দেখা করার খুব ইচ্ছা থাকেই। কারণ আমার দাদা-দাদির মুখে, আমার বাবার মুখে যতটুকু শুনেছি তার বোন আছে। তাদেরকে অবশ্যই তো দেখার একটা ইচ্ছা থাকে তাদেরকে দেখব। কিন্তু কিভাবে দেখব সেটা হচ্ছে একটা কষ্টকর, কারণ এত বেশি কস্ট্ পড়ে যায় যার ফলে তাদের সাথে কনটিনিউ যোগাযোগ করা বা তাদের কাছে যাওয়া, তাদের আসা পসিবল হয় না।

মেহেদী - তো আপনার দাদা বা আপনার বাবা ওনারা সবাই ছিলেন বিহারি বা বেনারসি হ্যাঁ, কিন্তু আপনার দাদি, মা সবাই হচ্ছেন বাংলাদেশি বা কলকাতার বাঙালি। তো আপনার বাসায় যে কালচারাল যেসব প্র্যাকটিস হত - ধরেন রান্নাবান্না যদি ধরি আমি, একটা হচ্ছে বাঙালি রান্না বা বাংলাদেশি বা আরেকটা হচ্ছে বিহার বা ঐ জাতীয় রান্না; আমরা তো জানি যে বিভিন্ন টাইপের রান্নাবান্না বা প্র্যাকটিস হয়। বিয়েটা অন্যরকম হয়, দুইটা বিয়ে তো ভিন্ন, আপনি তো জানেন নিশ্চয়ই, তো এটা আপনি কিভাবে দেখেছেন ? দুইটা তো দুই রকম ...

ডলি - আচ্ছা। আমি আমার দাদির বিয়েটুকু জানি না। কিন্তু মায়ের বিয়ের কথা শুনেছি। মায়ের বিয়ে শোনার পর খুব হাসি পাচ্ছিল যে, এটা কেমন বিয়ে হইল। সেটা হচ্ছে, কলকাতার যে সিস্টেমটা তারা হচ্ছে... এবং আমাদের এখানে বিহারিদের বিয়ে হয় সেটা হচ্ছে যেদিন বিয়ে মানে হচ্ছে ছেলে এবং মেয়েকে সাতদিন ধরে হলুদ লাগাবে। তাদের রুলস হচ্ছে সাতদিন হলুদ লাগাবে। তারপর হচ্ছে, কলাগাছ হচ্ছে চারপাশে রেখে পরে মেয়েকে মাঝখানে বসায়ে তারপর গোসল করাবে। এখন গোসল করানোর পর মেয়েকে... ঐ যে আমরা যেমন বাঙালিরা মেয়েদের মেহেদি-টেহেদি দেই ওরাও তাই করবে। কিন্তু বিয়ের দিন কি করবে, বিয়ের দিন হচ্ছে বিয়ের টাইমে হিন্দুরা যেমন সিঁদুর পরায় ওরা কি করবে, ওরা হচ্ছে কিন্তু ঐ সিঁদুর না, একদম লাল টকটকে সিঁদুর না, হালকা একটা সিঁদুর, মানে কি বলে ওটা... কমলা কালার যেটা দেখা যায় ঐ সিঁদুরগুলা বিহারিরা ইউজ

করে এবং বিয়ের দিন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সিঁদুর লাগানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মনে করে যে বিয়েটা ঠিক ভাবে হইল না। তারা অবশ্যই হচ্ছে বিয়ের দিন সিঁদুর লাগাবে। মেয়েকেও লাগাবে এবং হচ্ছে যাদের বিবাহ হয়ে গেছে তারা সবাই লাগাবে। এক রুলস গেল। এখন সেকেন্ডে রুলস হচ্ছে, মেয়ের হচ্ছে ওরা কি করে চুল... আমরা এখন পার্লারে গেলে বলি যে চুল পাম্প করব বা চুলে স্পা করব, বেণি পাম্প করব... তো বেণি পাম্প যেভাবে হয় বেণি পাম্পের মত করে চুলকে একদম ছোট ছোট করে বেণি করে। একদম টোটাল চুলকে ছোট ছোট বেণি করে, আর এত পরিমাণে ব্যথা হয়, মা বলেছেন যে - যখন আমার বেণি করতে গেসে অর্ধেক বেণি করার পর আমি বেহুঁশ হয়ে গেসি। কেন? সেটা হচ্ছে যে, এত পরিমাণে ব্যথা হয় যে বলার বাহিরে। আর পাঁচজন ছয়জন হচ্ছে একটা চুল বাঁধার মধ্যে পড়ে। তাহলে বোঝেনই তো কি কষ্টকর। তো বাঁধে, বাঁধার পর হচ্ছে পান নিয়ে যায়। ছেলের বাসা থেকে আবার পান না নিয়ে গেলে হচ্ছে দোষ, কেন পান নিয়ে যায় নাই। তো ছেলের বাসা থেকে পান নিয়ে যায় এবং ছেলেরা যারা বাসা থেকে যায়, যারা বিবাহিত, তারা পাঁচজন মিলে হচ্ছে ওয়াইফকে... মানে ঐ বৌটাকে সাজায় এবং সাজানোর পরে তেল, চুপচুপা তেল মাথার ভেতরে দিয়ে শুধু থোপে শুধু থোপে, আর বলে... কি বলে ঠিক বুঝি না... তো বলে আর একদম তেল মাথার ভেতরে দেয়, এটা হচ্ছে তাদের রুলস। তো মাকে যখন বিয়ে করাইতে নিয়ে গেসে... মা তো বাঙালি... এখন মাকে যখন বিয়ে করাইতে নিয়ে গেসে মাকে হচ্ছে সিঁদুর দিসে, সিঁদুর দেওয়ার পর মা তো থ', কান্নাকাটি শুরু করসে, আল্লা আমারে তো হিন্দুর সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। তো বলতেসে - না এটা হচ্ছে রুলস। আচ্ছা ঠিক আসে এটা রুলস। এখন মায়ের যখন বেণি করতেসে মা তো অর্ধেক বেণি করার পর বেহুঁশ। কিরে বাবা কি হইল? পানি টানি দেওয়া হইল। এত পরিমাণে তেল দেওয়া শুরু করল, মায়ের হচ্ছে এখান থেকে, ঘাড় থেকে, পেছন থেকে খালি তেলই পড়তেসে। তো পরে মা হচ্ছে বলতেসে, নানুকে বকা দিচ্ছে - কেমন একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিতেসে, কি করতেসে না করতেসে। আর নারায়ণগঞ্জের সবাই বলতেসে... আমার নানুর নাম হচ্ছে সালেহা...

তো নানুকে বলতেসে - সালেহা তুমি এটা কোন কাজ করলা। এক বেধর্মীর সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলা। নিজের ধর্মের কাউরে পাইলা না। মানে তারা মনে করতেসে এইটা। কিন্তু তাদের যে কালচারই এরকম সেটা তারা জানে না। এখন মাকে তো খুব কষ্ট করে ই করাইসে... আমাদের বাঙালিদের মধ্যে বরকে কিন্তু জুতা গিফট করে না। টাকা দিয়ে দেয় যে তুমি কিনে নিও। তো জুতা গিফট করে নাই, ঝাড়ু গিফট করে নাই। এখন আমাদের বিহারিরা বলতেসে যে ছেলের জুতা কই। ছেলের জুতা ছাড়া কোত্থেকে যাবে। ছেলেকে যে টাকা দিয়ে দিসে যে তুমি জুতা কিনে নিও সেটা তো বোঝা যায় নাই। এখন প্রত্যেকটা জিনিস, আমরা যে রান্না করার পর লুসনি দিয়ে নামাই - সাফি সহ টোটাল সব দিয়েছে শুধুমাত্র জুতা দেয় নাই আর একটা ঝাড়ু গিফট করে নাই। কেন দেয় নাই এটা নিয়ে একদম তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। বিয়ে তো বন্ধ। বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। আমাদের বিহারিদের মধ্যে এরকম একটা সিস্টেম থাকে। বিহারিদের আরেকটা রুলস থাকে। ওয়াইফকে যখন ফার্স্ট ঘরে ওঠাবে তখন হচ্ছে কোলে করে, হাজবেন্ড হচ্ছে কোলে করে নিয়ে ঘরে ঢুকবে। এখন সবাইর সামনে আমার মাকে কোলে নিবে এটা কেমন যেন দেখা যায় না। আমার মার তো কান্নাকাটি শুরু। কি অবস্থা, আমি যাব না। আর ছোট আমার মা। মা যখন চোদ্দ বছর তখন মার বিয়ে হয়। তো এখন বলতেসে যে - না তোমাকে যাইতেই হবে, উঠাইতেই হবে। এখন উঠাইসে, উঠানোর পর নিয়ে গেসে, নিয়ে ঠাস করে বিছানার উপর ফেলে দিসে। বসায় নাই, ঠাস করে ফেলে দিসে। এটা হচ্ছে ওদের রুলস। এখন যে আসবে ঘরের ভেতর তার পা ধরে সালাম করতে হবে। এখন মা বলে - আমি তো বিরক্ত হয়ে গেসি। কত মানুষকে সালাম করব। উঠা-বসা, উঠা-বসা করতে করতে মা এক পর্যায়ে কি করল খাট থেকে নিচে নামল। নামার পর নিচেই বইসা রইল। নিচেই বইসা আসে। বলতেসে যে - কি ব্যাপার, ওঠ তুমি। মা বলে যে - না নিচেই বইসা থাকি। ঐ কথাগুলা ভাবলে আমার এখনও হাসি পায়। তো মাকে বলতেসে যে - তুমি নিচেই বইসা থাক। বাবা জিজ্ঞেস করতেসে - ক্যান। সবাই তখন বলতেসে - বারবার উপরে উঠা নিচে নামা না কইরা নিচেই থাক, সালাম

করা যাবে ইজিলি। পরে মাকে হচ্ছে দেখতে আসছে, মা তো এত বড় ঘোমটা দিসে, এখন ঘোমটা দেওয়ার পর ওনাকে বলতেসে - যে আসবে ঘোমটা তুলে দেখবে, তারপর টাকা দিয়ে চলে যাবে এবং সালাম করতে হবে। মা তো ছোট মানুষ, উনি তো বোঝে না। আমি যে সাইজের আমার মা ঠিক সেম সাইজের ছিল যখন মায়ের বিয়ে হয়। এখন শাড়ি পরাইসে ওনারে, এমন ভাবে শাড়ি পরাইসে মানে আজব রকমের, বাঙালিরা কখনও এভাবে শাড়ি পরে না। এখন ঘোমটা খুলতেসে টাকা দিতেসে, এক কালে মা তো ভাবতেসিল সে পড়ে যাবে, আর তার শাড়ি খুলে পড়ে যাবে। বিহারিদের কত যে রুলস সেটা বোঝান দায়। বাঙালির মধ্যে এক রুলস কাজ করে না। আড়াই দিনের দিন ছেলে মেয়ের বাসা থেকে আসবে, ছেলেকে আবার কাপড় চোপড় গিফট করবে, গিফট করার পর মেয়েকে নিয়ে যাবে। আর আমাদের বাঙালির মধ্যে তো মুড়ি - খই গিফট করে, নিয়ে যায় আড়াই দিনের দিন। কিন্তু ওমা মুড়ি-খই কেন নিয়ে গেসে, এটা তারা রাখবে না। বলে - আমাদের বাসায় তো অন্য সিস্টেম। তোমরা এ সিস্টেম করস ক্যান, আমরা তো এ সিস্টেম রাখব না। মানে আমার মায়ের বিয়েকালীন সময় থেকে শুরু করে বৌভাত পর্যন্ত এককালীন একটা গ্যাঞ্জাম। কারণ দুইজন দুই কালচারের। তো তারা বুঝতেসে না যে ওরা কি চায়, ওরাও বুঝতেসে না এরা কি চায় এবং আমাদের এখানে যে বিহারিরা হয় ওদের বিয়ে দেখে খুব মজা পাই। ঐ যে বললাম তেল পড়তে থাকে। মেয়ে হচ্ছে একদম বিরক্ত হয়ে যায়। বাঙালি মেয়েরা বিয়ের মধ্যে নিজের পছন্দ মত যেমন করতে পারে বিহারির মধ্যে এটা নাই এবং ওরা হচ্ছে যেদিন থেকে বিয়ে স্টার্ট হবে সেদিন থেকে মেয়ে ঘর থেকে বের হইতে পারবে না। যেমন ফিক্সড হয়ে গেছে যে পনেরো দিন পরে আমার বিয়ে তাহলে হচ্ছে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে আমি ঘর থেকে বের হইতে পারব না, কোনমতেই না। আমার যদি যব থাকে, কিছু থাকে তাহলে সেটাও বাদ। আমি কোনমতেই বের হইতে পারব না। তো এরকম হচ্ছে আমার মায়ের বিয়ে হয়। আবার বিহারিদের মধ্যে কুসংস্কারটা একটু বেশি কাজ করে। আমরা যারা বাঙালি আছি তাদের মধ্যেও কাজ করে, তবে বিহারিদের মধ্যে একটু বেশি কাজ

করে। অ্যাজ লাইক ধরেন হচ্ছে, হাজবেন্ড হচ্ছে... আমার মায়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমার মা তো খুব ছোট তখন, ওনার হচ্ছে বেবি হত না। ওনার বিয়ের তিন বছর পর চার বছর কালে আমি হচ্ছি ওনার ইয়েতে... স্টোমাকে। তো এখন মাকে বলছেন ... মানে শ্বশুর বাড়ি থেকে টোটাল অত্যাচার শুরু। অত্যাচার বলতে কি ওনার ছেলে মানে আমার বাবা যখন কাজে বের হবেন তখন আমার মাকে ঘর থেকে বের হইতে দেয় না। সেকেন্ড রুলস হচ্ছে, যখন সবাই মিলে খেতে বসবে তখন উনি খেতে পারবেন না। থার্ড রুলস হচ্ছে, যখন আড়াই দিনের পর... মানে বিয়ের পরের দিন যখন রান্না করবে তখন কেউ হেল্প করবে না। মানে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যেমন ফার্স্ট রান্না হচ্ছে বউকে একটু হেল্প করি বা কিছু, কিন্তু ওনারা কিছু না। টোটালটাই হচ্ছে ওকে একা করতে হবে। মানে ওরা এটা বোঝে না। ওরা বলে যে-না, যেহেতু ওর ফার্স্ট রান্না সেহেতু ও একাই করবে। ওকে কেউ হেল্প করবে না এবং বেবি না হওয়ার যে বিষয়টা সেটাকেও হচ্ছে ওনারা দুনিয়ার খারাপ ভাবে বিলং করতেন যে - এটা হইসে, ওটা হইসে; কিন্তু আদৌ দেখা যাইত যে অনেক আগে থেকে, সেই যুদ্ধের আগে থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত একটা জিনিসই দেখা যায় সেটা হচ্ছে বেবি না হইলে টোটালটাই দোষ পড়ে একটা মেয়ের ওপর। কেন বেবি হয় নাই, এটা-সেটা, এ কারণে হচ্ছে আমার বাবাকে সেকেন্ড বিয়ে দিতে চাইসে। ঐ আমার বড় দাদা যিনি ছিলেন, তার মেজ মেয়ের সাথে। পুতুল আন্টি, পুতুল আন্টির সাথে বিয়ে দিতে চাইসে। আবার আমার ছোট চাচা আবার ঐ পুতুল আন্টিকে লাভ করতেন, এটা আমার দাদারা আবার জানতেন না। কিন্তু আমার বাবা জানতেন চাচার কথা। তো বাবা কি করসেন ছোট চাচাকে পাগড়ি টাগড়ি পরায়ে দিসেন। ফুল টুল দিয়ে একাকার, চেহারাই দেখা যায় না। বোঝার উপায় নাই কোনটা কার চেহারা। তো বাবা ওনাকে ঐভাবে রেখে নিজে চলে গেসে। এখন বিয়ে টিয়ে শেষ। ছেলের চেহারা দেখতেসে তখন দেখে কি যে ঐটা আমার ছোট কাকা। তো দেখা গেসে যে একটা সন্তান না হওয়ার কারণে... এবং বেশির ভাগ হচ্ছে যে বিহারিরা আছে তাদের কালচারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেয়েদের টর্চার করা হয়। অনেক ভাবে, অনেক ভাবে।

সেকেন্ড বিয়ে, একটা বউ থাকা স্বত্ত্বেও সেকেন্ড বিয়ে করা কিন্তু রুলস-এ নাই। তারপরও তাকে সেকেন্ড বিয়ে করাবে। কোন রুলস মানে না, কোন কিছু করে না। তো এক সময় যখন জানতে পারল আমি আমার আম্মুর স্টোমাকে তো তখন হচ্ছে ঐ আগের মতই সবাই অনেক আদর করা শুরু করলেন যে, না থাক চলে আসছে, ওর কোন সমস্যা নাই, বেবি হবে। তো তারপর থেকে আমার আম্মুর লাইফস্টাইল আবার আগের মত অন্যরকম হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় যে আমার দাদারা যারা ছিল ... আমার দাদা তো আমার সাত বছর বয়সে মারা যায়। তো আস্তে আস্তে দেখা যায় বিহারি কালচারগুলো আমাদের এখান থেকে বাদ হওয়া শুরু হয়, আমাদের ফ্যামিলি থেকে; অন্য ফ্যামিলির কথা জানি না কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি থেকে বাদ হওয়া শুরু হয়। কারণ আমার যতগুলা কাকি আছে আমার চারটা কাকার মানে আমার একটা কাকার বিয়ে হয় নি -- ওনার ২১ বছর -- একটা কাকার বিয়ে হয় নাই -- তিনটে কাকার যে বিয়ে হইসে সবাই হচ্ছে বাঙালি। তো আমার মাকে বিয়ে করায়ে যেমন শিক্ষা পাইসে ঠিক তেমনি হচ্ছে কি করবে... এখন মা বলতেসে যে আপনারা যে জন্য আমারে বিয়ে করাইসেন আমি তো তেমনি বিয়ে করাব না। তো মা'র ঘাড়ে পড়সে দায়িত্বগুলা। তো মা কি করল, একদম বাঙালি রুলসে সবাইকে হচ্ছে বিয়ে করাইল। তোমার একটা কথা আমার খুব পছন্দ হয়। সেটা হচ্ছে যে, এত রুলস-রেগুলেশনস না মেনে আমরা যদি নরমালি হচ্ছে তারা কি চায় সে অনুযায়ী যদি আন্ডারস্ট্যানডিং হয় তাহলে ওটা ভাল। তো দেখা যায় যে, আমার মার সাথে আমাদের অনেক ভাল বনে। অ্যাজ লাইক আমাদের ফ্রেন্ড বলা যেতে পারে। মা হচ্ছে কোন দিন তার কালচার কেমন চলছে কেমন ই হবে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে না। যেমন আগেকার বিহারিরা, বিশেষ করে আমাদের এলাকায় যে বিহারিগুলা এখনও আছে এইট, ফাইভ, সেভেন - এই পর্যন্তই তারা পড়াশোনা করায়, তার ওপরে কিন্তু পড়াশোনা করায় না এবং আমার ছোট ফুপি, আমার মেজো ফুপি যারা আছেন তারা কিন্তু বেশি পড়াশোনা করে নাই। আমার বড় ফুপির হিসটোরি বলি - বড় ফুপি হচ্ছে কোরান শরিফ পড়বে, আর আরবি পড়তে যাবে, দাদা হচ্ছে... রুলস হচ্ছে... মেয়ে মানুষ

ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। এই একটা রুলস তাদের মধ্যে হচ্ছে কাজ করত। আচ্ছা ঠিক আসে, পড়তে যাইতেও পারবে না। এখন কি করবে। বলতেসে-আমি আমার বান্ধবীর বাসা থেকে একটু ঘুরে আসি। উনি এই রকম হচ্ছে লুকায়ে লুকায়ে পড়াশোনা করসেন। পরে দাদা যখন মারা যান আমার ছোট ফুপি তখন হচ্ছে একটু বড় হয়ে যায়। আমার ছোট ফুপি হচ্ছে আমার থেকে চার থেকে সাড়ে চার বছরের বড় – হাইয়েস্ট, এর চেয়ে বেশি না -- তো ছোট ফুপিকে হচ্ছে যখন দাদা মারা যান -- দাদা মারা যাবার কিছুদিন আগে যখন অসুস্থ থাকেন তখন বাবা হচ্ছে তাকে স্কুলে ভর্তি করায়ে দেন। অ্যান্ড উনি এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তো আমাদের এলাকায় মানে এত... মেয়েদের জন্য এত রুলস-রেগুলেশনস, কিন্তু ছেলেদের জন্য কিছু নেই। পড়াশোনা করুক ছেলেরা কোন প্রবলেম নাই। কিন্তু মেয়েরা করবে না। অ্যাজ লাইক এখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করসি, আমাদের হোল এলাকায় আমরা সাতটা মেয়ে। পুরো কুর্মিটোলা, বগুড়া মিলায়ে আমরা হচ্ছে সাতটা মেয়ে এবার ইন্টার পরীক্ষা দিসি। আমাদের কারো পড়াশোনা বন্ধ হয় নাই। আর টোটাল যে সাতজন আছি এই সাতজন হচ্ছে ইনসিডিন বাংলাদেশ থেকে পাশ করা। আমরা একসাথে স্কুলে ভর্তি হয়েছি ওয়ানে, একসাথে এইট পাশ করেছি, নাইন-টেন পড়েছি, ইন্টার পড়েছি, এখন হচ্ছে সবাই ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাপ্লাই করসি। এই সাতজনই হচ্ছে আমরা সেইম ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি যে আমরা সাতজন সেইম ইউনিভার্সিটিতে পড়ব। তো আমাদের যে স্ট্রাগলটা সেক্ষেত্রে হচ্ছে বিহারিদের মধ্যে কিছু কিছু বাবা-মা অনেক বেশি সাপোর্ট করে। কারণ তাদের সাপোর্ট যদি না থাকত তাহলে এটা সম্ভব হত না। যেমন আমার বাবার একটা স্বপ্ন ছিল যে, আমার মেয়ে হচ্ছে পড়াশোনা করবে। উনি মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে আমি পাকিস্তান থেকে ঘুরে আসি। লাস্ট পাকিস্তান আমি যখন দুই হাজার সাতে যাই। ঘুরে আসি... ঘুরে আসার পর বাবা হচ্ছে মাকে বলসে - ও যতটুকু পড়তে চায় ওকে পড়াবা। না ওর বিয়ের কথা বলবা, না হচ্ছে কোন জিনিসে ওকে বাধা দিবা। তাদের বিহারি ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু একটা স্ট্রং সাপোর্ট আমাদের সঙ্গে ছিল। এই

সাপোর্টটার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই বাঙালিদের সাথে চলতে চলতে তারা দেখছে তারা তাদের মেয়েকে আটকায়ে রাখতাসে না, তাহলে আমরা কেন আমাদের মেয়েকে আটকায়ে রাখব। তারা যেহেতু তাদের মেয়েকে হচ্ছে আগে বাড়ায়ে দিচ্ছে। তাহলে সে ক্ষেত্রে তো আমাদের কোন কিছু আটকাবার দরকার পড়ে না। ঐ যে একটা কম্পিটিশন কাজ করে যে তাদের মেয়ে এতটুকু পড়ল আমাদের মেয়ে কেন পড়ল না। এই কম্পিটিশনের কারণে আজকে দেখা যাছে যে আমরা আজকে এতদূর পড়ে আসলাম। এই ভাবে কাটিয়েছি।

মেহেদী - এই যে রেশন কার্ডের কথা হচ্ছিল যে, উনি কলকাতার নাগরিক, আবার মা বাংলাদেশি। এখন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার বাড়িটা কোথায়, আপনি তখন কি বলবেন?

ডলি - আচ্ছা সেটা হচ্ছে, প্রত্যেক সন্তান তার বাবা মায়ের আইডেন্টিফিকেশন দিয়ে চলাফেরা করে। তো আমি যতটুকু বলব আমার মা কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক। আমার বাবাও কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছিলেন। কারণ ঐ লাল কার্ডটা কোন ফ্যাক্ট করে না। ওটা কোথায় ফ্যাক্ট করে যখন হচ্ছে বিহারিদের আলাদা কাজ আছে কিছু তখন কাজ করবে। অন্যথায় স্কুল কলেজ বলেন বা বাংলাদেশের যতগুলি কাজকর্ম আছে ওখানে কিন্তু লাল কার্ড চলে না। গভর্ণমেন্ট ফিক্সড করসে যে যাদের লাল কার্ড আছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হইতে পারবে না, তো যখন ভোটার লিস্ট করা হইসে তখন একদম শেষ সিদ্ধান্ত হইসে যে না ঠিক আসে যারা বিহারি আসে যাদের লাল কার্ড আসে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হইতে পারবে এবং তাদের আইডি কার্ড হবে। তো যখন আইডি কার্ড হয় তখন হচ্ছে আমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা বলি আমরা বাংলাদেশি। এখন আমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে... আমার বাবার জন্ম এখানে, আমার মায়ের জন্ম এখানে তাহলে আমি কেন বলব যে আমি বাহিরের। আমাকে কেউ এখন জিজ্ঞেস করলে - আমি বাংলাদেশি। কারণ আমার আইডেন্টিফিকেশনের টোটালটাই হচ্ছে

বাংলাদেশে করা। আর এক্ষেত্রে বিহারিদের কোন প্রব্লেম হয় না। কারণ বিহারিদের যে বড় মাথাগুলো আছে তাদের যে বাইরের কাজগুলো... টোটাল হচ্ছে তাদের ভোটার আইডি কার্ডগুলোই শো করে। তো যেহেতু শো অফ করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরও কোন বাধা দিচ্ছে না। আমার যখন চাইসে আমার বার্থ সার্টিফিকেট শো করা লাগসে। নাইলে হচ্ছে বাংলাদেশে কোন জায়গায় বিহারিরা কোন সাপোর্ট পাবে না। যদি তাদের ভোটার আইডি কার্ড না থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশি না!

মেহেদী - আইডেন্টিটিটা আপনি কিভাবে দেখবেন? আপনি কি বিহারি না বাঙালি? কারণ হচ্ছে বিহারি কালচার তো কিছু আপনার মধ্যে আছে আবার বাঙালি কালচারও আছে। তো এ দুয়ের মাঝখানে আপনি নিজেকে কিভাবে আবিষ্কার করেন? শুধু বাংলাদেশি নাকি অথবা বিহারি? এটা একটু এক্সপ্লেইন করবেন?

ডলি - যদি... ঐভাবে যদি ধরা হয়... আমি যখন সেইভ দ্য চিলড্রেনে যাই কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে - ডলি তুমি তো কালশি থাকো, তুমি বিহারি না বাঙালি? আবার স্কুলে যখন ছিলাম আমি ক্লাস ওয়ানে তখন ইনসিডিন বাংলাদেশ শুধু বিহারি শিশুদের পড়াইত। তখন কিন্তু আমাকে অ্যাডমিশন দেয়। কারণ আমার বাবা হচ্ছে লাল কার্ড শো করসে। কেউ যখন জিজ্ঞেস করে, ঐ যে দাদা একটা কথা শিখায়ে দিসে - বলবা তুমি কলকাতার। জাস্ট আমি এটাই বলি যে - আমি কলকাতার। আর যদি কেউ ন্যাশনালিটি জিজ্ঞেস করে তাহলে ডেফিনিটলি আমার ন্যাশনালিটি হচ্ছে বাংলাদেশি। কারণ আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি সেটাই আমার দেশ। সেটাই হচ্ছে আমার ন্যাশনালিটি।

মেহেদী - আপনি বিয়ের কথা বলছিলেন, ট্রেডিশন্যাল বিভিন্ন এলিমেন্টস-এর কথা। তো আপনি যদি খাবার-দাবার প্রসঙ্গে কিছু বলেন আমাদেরকে...

ডলি - নরমালি হচ্ছে খুব বেশি ডিফারেন্স থাকে না। সেটা হচ্ছে ওরা বিহারিরা হচ্ছে উপমা করে। তারপর সকাল বেলা হচ্ছে রুটি খায়। ভাত খায় না। বাঙালিরা যেমন হচ্ছে ভাত খায়, ভাতটা পছন্দ করে। তো আমাদের এখানে সবাই হচ্ছে রুটিটা পছন্দ করে। সকাল বেলা একটু রুটি হইলে, এবং যারা পিওর বিহারি তারা কি করে, তারা হচ্ছে সকালে রুটি খাবে, রাত্রে রুটি খাবে, সকালে হচ্ছে ভাত খাবে। এটা হচ্ছে তাদের সিস্টেম। আর আমাদের বাসায় হচ্ছে আমরা মাঝে মধ্যে সকাল বেলা রুটি খাই। আর আমাদের বাসায় কেউ ভাত খাইতে চায় না। সকাল বেলা সবাই একটু রুটি খাব, আম্মু রুটি রান্না করে দিবে। স্কুলে টিফিন নেওয়ার সময় ভাত দেওয়া যেহেতু পসিবল না, তাই আম্মু হচ্ছে রুটি করে দিত। দুপুরে ভাত খাই। রাত্রেও হচ্ছে ভাত খাই। মাঝে মধ্যে আম্মু যখন অন্য ডিশেস তৈরি করে তখন হচ্ছে রাত্রে রুটি খাওয়া পড়ে। কিন্তু অন্যথা অন্য কিছু না। আবার আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে, বাঙালিরা অনেক কিছু মানে অন্যান্য ডিশেস তৈরি করে, ঠিক তেমনি বিহারিরাও কিন্তু অন্যান্য ডিশেস তৈরি করে। যেমন আমরা যদি শবেবরাতের কথা চিন্তা করি, শবেবরাতে আপনারা বাঙালিরা যেমন বুটের হালুয়া করেন, বিহারিরাও হচ্ছে এরকম করে তবে তারা হচ্ছে আরো অন্যান্য কিছু অ্যাড করে। যেমন গাজরেরটা দিয়ে করে। তারপর হচ্ছে আপনার মুশুরের ডাল বেটে তারা হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের... শবেবরাতের দিন তারা বানায় এবং মুহররম মাস চলতেসে আমরা বাঙালিরা হচ্ছে রোজা রাখি, তারপর হচ্ছে দোয়া-কালাম করি; কিন্তু বিহারিরা কি করে... আপনি এখন কালশি রোডে যায়া দেখবেন আগামী সাত তারিখ, কালকে ওরা হচ্ছে সবাই যাদের মানতি থাকে... তারা এটাকে অনেক বিলিফ করে, হাসান-হোসেনকে অনেক বিলিফ করে... তো তারা হচ্ছে তার নামে জিকির করবে, তারপর রাস্তা ঘাটে দেখবেন একটা বড় নিশান নিয়ে দৌড়ানো শুরু করবে এবং দশ তারিখ রাত্রে সারা রাত খেলা হবে। তারপর যেদিন তাজিয়া ডোবানো হবে দশ তারিখে, তাজিয়া ডোবানোর দিন তারা ই করবে। আর আমরা মহররম মাসে বিহারিরা কি করি... মানে আমরা বাঙালি যারা আছি তারা কি করি... আমরা মাছ খাই, শাক খাই। কিন্তু যারা বিহারি আছে তারা চাঁদ ওঠার

সাথে সাথে যাদের বাসায় মানতি থাকবে তারা কিন্তু মাছও ধরবে না, শাকও ধরবে না। যেমন আমাদের বাসায় কি হয়, আমার ছোট ভাইয়ের মানতি ছিল। আমার ছোট ভাই অনেক অসুস্থ থাকত তো তাই। তো ওনারা এটা বিলিফ করতেন। অনেস্টলি বলতে আমিও বিলিফ করি। তো ওনারা হচ্ছে পাইপ সিস্টেম করে বাধাইত, ঐটাকে পাইপ বলে, কিন্তু কাপড় হচ্ছে পাইপে প্যাঁচায়ে তারপর বাঁধতো। তো যখন বাঁধবে তখন ওরা লবন খাইতে পারবে না। মানে আলাদা কোন লবন খাইতে পারবে না। তারপর হচ্ছে মাছ তো ধরতেই পারবে না। শাক খাইতে পারবে না। তারপর যেদিন থেকে চাঁদ উঠবে সেদিন থেকে হচ্ছে জুতা পরতে পারবে না। তো বিহারিরা কি করে এই মহররম মাসের দশদিন - আটদিন আছে তারা কি করে, স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আসে। যাদের মানতি আসে তারা তো জুতা পরতে পারবে না, তাই স্কুলে যাওয়া পসিবল না, তারা কি করে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আসে। এই যে আলাদা আলাদা কিছু সিস্টেম আছে এগুলিই বিহারিদের মধ্যে একটু আলাদা। তো তখন হচ্ছে তারা বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করে, বিভিন্ন ধরনের ডিশেস করে এবং যারা পাইপ বাঁধে, পাইপিয়ান তাদের বলে, সবাই এক রকম থাকে, টুপি পরে, নামাজ পড়ে, ই করে ... তারা অনেক দূর থেকে দৌড়ায়া দৌড়ায়া আসে, তাদেরকে হচ্ছে শরবত খাওয়ায়। তো তারা মনে করে এটা থেকে অনেক বেশি পুণ্য পাওয়া যায়। তো এটা হচ্ছে তাদের কালচারাল সিস্টেম। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের মধ্যে এটা হয় না এবং দুর্গা পূজার সময় হচ্ছে, যারা হচ্ছে হিন্দু তারা অনেক কিছু মনে করে, যেমন নবরাত্রি শুরু হয়ে যায়, নয়দিন তারা টোটাল পূজা করে। উপাস করে, এটা করে, সেটা করে। তো আমাদের এখানেও হচ্ছে বাঙালিরা অনেক কিছু করে না, কিন্তু বিহারিরা হচ্ছে করে। এই হচ্ছে কালচারাল ডিফারেন্স। ঈদের দিন যেমন সবাই হচ্ছে সবার বাসায় যায় এবং সেমাই রান্না করে... যারা বানারাস থেকে বিলং করে... আমাদের পাশের বাসার যারা, তারা সবাই হচ্ছে বানারাসের। তো খুব মজা পাই। তাদের এক চামচ সেমাই খাইতে হইলে, মানে যাদের ডায়াবেটিস রোগ নাই তাদেরও ডায়াবেটিস হয়ে যাবে। এই পরিমাণ মিষ্টি থাকে। এক পা সেমাইয়ের মাঝে আধা কেজির ওপরে হচ্ছে

শুধুমাত্র চিনিই থাকে এবং ছোট বেলায় ফার্স্ট টাইম আমি ওখানে গেসি... আমাকে দাওয়াত দিসে, বলসে - আসবা আমাদের বাসায়... আমি আম্মুকে বলসি - আমাকে এতটুকু সেমাই দিসে খাব না আমি, কেন দিসে। তো আম্মু বলতেসে - খাও, দেখ কি হয়। এখন আমি তো জিদ, খাবই না। আমারে এতটুকু দিসে কেন। একদম খুব সামান্য। অন্য কেউ বাঙালি হলে দেখবে যে বেইজ্জতি করতেসে আমাদের। কিন্তু ওটা এত পরিমাণ মিষ্টি থাকে এক চামচ কেউ মুখে দিলে সেকেন্ড চামচ খাইতে তার চিন্তা করতে হবে, খাব কি খাব না। এই জন্য হচ্ছে তারা অল্প একটু দেয়। নষ্ট করলে তো অন্য কেউ খাবে না। তো কালচারগুলো এরকম চলে।

মেহেদী – এখন... এগুলাই ছিলো আমাদের জিজ্ঞাসা করার। তো আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে বাসায় কি বাবা-মা ওনারা কি উর্দুতে কথা বলতেন নাকি বাংলা উর্দু দুইটা মিক্সড ছিল? আর আপনিও পারেন কিনা দুইটাই?

ডলি - আমি দুইটাই পারি। মজার বিষয় হচ্ছে বিহারি ভাষা শিখাতে আমার ভাল একটা উপকার হইসে। সেটা হচ্ছে আমি যখন ২০০৫-এ পাকিস্তান যাই... খুব মজার একটা বিষয় হচ্ছে... ওখানে সেভ দ্য চিলড্রেনের একটা আপি ছিলেন ইন্ডিয়া থেকে বিলং করতেন, ভবানী দি... তো ভবানী দি আমাকে দেখসেন, আমি তখন খুব ছোট, পুরো বাংলাদেশ থেকে ওখানে আমি রেপ্রিজেন্টিটিভ... তো ওখানে গিয়ে আমার ভবানী দি'র সাথে দেখা হয়; তো ওখানে এশিয়ার মধ্যে যতগুলা দেশ আসে সবাই আসছে। আর ওখানে সবাই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে সেটা হচ্ছে হিন্দি, কারণ কোন না কোন মতে তারা হিন্দি সিরিয়ালগুলো দেখে এবং তারা না বলতে পারলেও তারা বোঝে। তো এখন হচ্ছে, আমাদের ভবানী দি আমার সাথে কথা বলতেসেন। উনি তো বাংলা পারেন না। ইংলিশ বলবে নয়তো হিন্দি বলবে। তো জিজ্ঞেস করসে, আপ ক্যায়সা হে? তো বলে উনি থতমত খাইসেন যে - আমি বলব, কিন্তু ও তো বুঝবে না। তারপর আবার জিজ্ঞেস করসে - হাউ আর ইউ? তো আমি হিন্দিতে রিপ্লাই করসি - ম্যায় ঠিক হুঁ, আপ ক্যায়সা হো? তো উনি বলতেসে যে - আপকো হিন্দি আতি হে?

তো বললাম – হাঁ, মুঝে হিন্দি আতি হে, তো কেয়া প্রবলেম হে? উনি বললেন - নেহি, কোই প্রবলেম নেহি হে। হামারে লিয়ে অর আচ্ছা হুয়া। তো ভবানী দি কে জানানো হল আমি বিলং করি বিহারিতে। এটা জানতে পেরে উনি বলেন - ইয়ে তো হামারে লিয়ে বহুত আচ্ছা হো গায়া, যো হিন্দি আতি হে। হামারে রিপ্রেজেন্টিটিভ করনে কা টাইম তো বহুত কাম আয়েঙ্গে। উনি পুরো এশিয়াটা দেখতেসে... আমাদের সঙ্গে যে ভাইয়া - আপুরা গেসে ট্রান্সলেট করতে তারা হচ্ছে বসে আছে, কাজ হচ্ছে আমার। এখন কাজ কি। কাজ হচ্ছে, বাংলাতে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশন করসি সারা রাত বসে। তো ওরা বাংলা বলতেসে আমি হিন্দি ট্রান্সলেট করতেসি। তো আমাদের সঙ্গের ভাইয়া একদিন ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে গেসে তো একজন দাঁড়ায়ে বলসে - কোই জরুরত নেহি হে, হামে সামাঝমে আতি হে। তো এই জিনিসটা ভাল, কমিউনিকেশন করার জন্য আমার একটা ভাষা বেশি। যদিও বাঙালিরা দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে... বাংলা আর ইংলিশ। আর আমার ক্ষেত্রে একটা লাভ হচ্ছে যে আমার মাতৃ ভাষা বাংলা হইলেও আমি হিন্দিও বলতে পারি, উর্দুও বলতে পারি, আর আরেকটা হচ্ছে ইংলিশও বলতে পারি। আমি বিহারি বলেই এটা সম্ভব হইসে। বিহারি না হইলে আমি এতদূর আসতে পারতাম না। অনেকে এখন বলতে শাই ফিল করে যে সে বিহারি। কিন্তু এটা দ্বিধা বোধ করি না। বাংলাদেশকে খুব ভালোবাসলেও আমার হিস্ট্রি হচ্ছে এটা, এটা কাউকে বলতে আমি লজ্জা বোধ করি না। কারণ হচ্ছে আমার যেটা আসে সেটা আসে।

মেহেদী - আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে, এই যে দাদার কাছ থেকে শুনে আসা গল্প, বাবার কাছ থেকে শুনে আসা গল্প, এটা কি পরবর্তী জেনারেশনের কাছে আপনি পৌঁছে দিতে চান কিনা, ভবিষ্যতে কখনও?

ডলি - আমরা হচ্ছে ... আমি হচ্ছি আমার বাবার সবচেয়ে বড় মেয়ে। আমার বাসা থেকে যারা ছোট তারা কেউ আমার দাদাকে দেখে নাই। সবাই ছবিতে দেখসে। এখন হচ্ছে ছোটদের আমি মাঝে মধ্যে বলি, বইসা বইসা

গল্প বলি - দাদা এইটা করত জানো, দাদা ঐটা করত। আবার মাকে বলি মা তোমার বিয়ের সাইডের গল্পগুলো একটু বল আমরা শুনি। ফ্রেন্ডদের সাথে এই বিষয়গুলা নিয়ে মাঝে মধ্যে গল্প করি। তো অবশ্যই, কেন না... আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল সেটা নিয়ে গল্প করতেও মজা লাগে। সো বলতে কোন প্রবলেম নাই। আমি ট্রাই করব যে, যখন আমার বিয়ে হয়ে যাবে, যখন আমাদের সংসার হবে, তখন আমরা আমাদের বেবিদেরকে বলব যে - আমার বাবা এরকম ছিলেন, জানো তোমার নানা এরকম ছিলেন, দাদা এরকম ছিলেন ... সো, কোন প্রবলেম নাই।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved